সার পুরো জমি জুড়ে না দিয়ে মাদাপিছু খইল ৫০ গ্রাম, সি.সু. ফসফেট ৪৫ গ্রাম/ডি.এ.পি. ২০ গ্রাম ও মিউরেট অফ পটাশ ৫ গ্রাম ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

চাপান : রোয়ার ২১ ও ৪২ দিন পর মাদা প্রতি ১০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২.৫ গ্রাম পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

সম্ভাব্য ফলন : বোনার ২ মাস থেকেই ভালো হাইব্রিড ফলন শুরু। উন্নত জাতে ৩০-৪৫ কুইন্টাল আর হাইব্রিডে ১২০-১৫০ কুইন্টাল একর প্রতি।

৯) ঝিঙা

আমাদের রাজ্যে বেশিরভাগ দেশি স্থানীয় জাত (ও পি - ওপেন পলিনেটেড) চাষ হয়। তবে বর্তমানে ফলনশীল হাইব্রিড জাত চাষ জনপ্রিয় হচ্ছে।

দেশি স্থানীয়জাত : বারোপাতা, দেশি, বর্ষাতি (স্থানীয় বীজ প্রস্তুতকারকরা এগুলি প্রস্তুতি ও প্যাকেটজাত করেন)।

হাইব্রিড : রচনা, রবীনা, মল্লিকা, এন এস-৩ রামা।

চাষের সময় : প্রাক্ গ্রীষ্ম, পৌষ-মাঘ, বর্ষা : জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ।

বীজের হার : উন্নত জাত ২.৫ - ৩ কেজি/একর ও হাইব্রিড ৭৫০ গ্রাম থেকে ১ কেজি/একর।

বীজ শোধন : বোনার পূর্বে থাইরাম বা ক্যাপটান ৩ গ্রাম/ কেজি বীজ।

রোপণের দূরত্ব : প্রাক্ গ্রীষ্মে ৪ ফুট x ১.৫ -২ ফুট, বর্ষায় - ৫-৬ ফুট x ২ ফুট, প্রাক্ শীতে ৪ ফুট x ২ ফুট।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ : মূলজমিতে কাঠাপ্রতি দেড় কুইন্টাল জৈবসার প্রয়োগের পর বীজ মাদায় বুনে রাসায়নিক সার পুরো জমি জুড়ে না দিয়ে মাদাপিছু খইল ৫০ গ্রাম, সি.সু. ফসফেট ৪৫ গ্রাম/ডি.এ.পি. ২০ গ্রাম ও মিউরেট অফ পটাশ ৫ গ্রাম ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

চাপান : রোয়ার ২১ ও ৪২ দিন পর মাদা প্রতি ১০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২.৫ গ্রাম পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

সম্ভাব্য ফলন : বোনার ২ মাস থেকেই ফলন শুরু। উন্নত জাতে ৪৫-৬০ কুইন্টাল আর হাইব্রিডে ৭৫-৯০ কুইন্টাল একর প্রতি।

১০) শসা

আমাদের রাজ্যে বেশিরভাগ দেশি স্থানীয় জাত (ও পি - ওপেন পলিনেটেড) চাষ হয়। তবে বর্তমানে অধিক ফলনশীল হাইব্রিড জাত চাষ জনপ্রিয় হচ্ছে। দেশি বর্ষাতি টাইপগুলি পলি/গ্রিন হাউসে বা শেড-নেট হাউসে চাষের উপযুক্ত নয়। প্রোটেকটেড কাল্টিভেশনে এতে ফুল ঝরে ফলন কমে যাবে। পলি/গ্রিন হাউসে চাষের জন্য জাতগুলি (নিম্নে সুপারিশকৃত) বাছুন।

দেশি স্থানীয় জাত ঃ বর্ষাতি, বারোপাতা, সেভেন স্টার, চায়না, আর এস-১০।

হাইব্রিড : খোলা মাঠে চাষের জন্য : মালিনী, নন্দিনী, মানবী প্লাস, প্রিয়া, শালিনী, মনোরমা। হাইব্রিড-পলি/গ্রিন হাউসে বা শেডনেট হাউসে চাষের জন্য হিলটন, পূর্বা, কাফকা, রোনিনো, ইস্তাতিস, ইনফিনিট, কারিনা।

চাষের সময় : প্রাক্ গ্রীষ্ম : কার্তিক-অঘ্রান, বর্ষা : আষাঢ়-শ্রাবণ, প্রাক্ শীতে : ভাদ্র-আশ্বিন, নদীর চরে : অঘ্রান-মাঘ।

বীজের হার : উন্নত জাত ৯০০ গ্রাম থেকে ১.২ কেজি/একর ও হাইব্রিড ৩০০ গ্রাম থেকে ৩৫০ গ্রাম/একর।

বীজ শোধন : বোনার পূর্বে থাইরাম বা ক্যাপটান ৩ গ্রাম/ কেজি বীজ।

রোপণের দূরত্ব : প্রাক্ গ্রীষ্মে ৪ ফুট x ১.৫-২ ফুট, বর্ষায় - ৫-৬ ফুট x ২ ফুট, প্রাক্ শীতে ৪ ফুট x ২ ফুট।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ : মূল জমিতে কাঠাপ্রতি দেড় কুইন্টাল জৈবসার প্রয়োগের পর বীজ মাদায় বুনে রাসায়নিক সার পুরো জমি জুড়ে না দিয়ে মাদাপিছু খইল ৫০ গ্রাম, সি.সু. ফসফেট ৪৫ গ্রাম/ডি.এ.পি. ২০ গ্রাম ও মিউরেট অফ পটাশ ৫ গ্রাম ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

চাপান : রোয়ার ২১ ও ৪২ দিন পর মাদা প্রতি ১০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২.৫ গ্রাম পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

সম্ভাব্য ফলন : বোনার ১.৫-২ মাস থেকেই ভালো হাইব্রিড ফলন শুরু। উন্নত জাতে ৩০-৪৫ কুইন্টাল আর হাইব্রিডে ৫০-৬০ কুইন্টাল একর প্রতি।

১১) পটল

জাত : উন্নত ও দেশি জাতই প্রচলিত। কাজলি, শুলি, দামোদর, লতা, বোম্বাই, দুধিয়া,দেশি ধূসর, এগুলি উল্লেখ্য।

চাষের সময় : ভাদ্র-অঘ্রান।

বীজের হার : সাধারণত লতা বা মূল-কন্দ লাগানো হয়। কাঠাপ্রতি ২০-২৫টি আর একর প্রতি ১২০০ থেকে ১৪০০ লতা বা কন্দ বসানো হয়।

বীজ শোধন : বোনার পূর্বে থাইরাম বা ক্যাপটান ৩ গ্রাম/ কেজি বীজ।

রোপণের দূরত্ব : উচ্ছের মতোই দূরত্বে মাদা তৈরি করে লতা বা কন্দ বসানো হয়। বর্ষা বুঝে বসানোর দূরত্ব বাড়ানো উচিত।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ : মূলজমিতে কাঠাপ্রতি দেড় কুইন্টাল জৈবসার ও আধ কেজি নিমখইল প্রয়োগের পর বীজ মাদায় বুনে রাসায়নিক সার পুরো জমি জুড়ে না দিয়ে মাদাপিছু খইল ১০০ গ্রাম, সি.সু. ফসফেট ১২৫ গ্রাম/ডি.এ.পি. ৪৫ গ্রাম ও মিউরেট অফ পটাশ ১৫ গ্রাম ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

চাপান : রোয়ার ২১ ও ৪২ দিন পর মাদা প্রতি ৩০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৭.৫-৮ গ্রাম পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

সম্ভাব্য ফলন : লতা লাগানোর ৩-৪ মাস থেকে ফলন শুরু। একর প্রতি ৪৫ থেকে ১২০ কুইন্টাল অবধি।

১২) বীট

উন্নত জাত : ক্রিমসন গ্লোব, ডেট্রয়েট ডার্ক রেড, ইজিপসিয়ান ইত্যাদি।

হাইব্রিড জাত : ওয়ারিয়া, মাহিকো লাল, রুবি কুইন ইত্যাদি।

চাষের সময় : আশ্বিন থেকে অঘ্রান অবধি বীজ বোনা।

বীজের হার : কাটা প্রতি উন্নত জাত ৩০-৪০ গ্রাম, হাইব্রিড-২০ গ্রাম।

বীজ শোধন : বোনার পূর্বে থাইরাম বা ক্যাপটান ৩ গ্রাম/ কেজি বীজ।

রোপণের দূরত্ব : উন্নত জাত-১.০ ফুট x ৪.০ ইঞ্চি, হাইব্রিড -১.০ ফুট x ৮.০ ইঞ্চি।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ : ৩০ : ২০ : ২০ প্রতি একর। এর জন্য কাঠা প্রতি মূল সার হিসাবে ৫৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২.০৮ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ৫৫০ গ্রাম পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

চাপান : রোয়ার ২১ ও ৪২ দিন পর মাদা প্রতি ২২০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

সম্ভাব্য ফলন : উন্নত জাতে ৬০-৭৫ কুইন্টাল আর হাইব্রিডে ৯০-১২০ কুইন্টাল একর প্রতি।

১৩) গাজর

উন্নত জাত : পুসা কেশর, ন্যানটিস, স্কারলেট হর্ন, অক্সহার্ট, পুসা জমদগ্নি ইত্যাদি।

হাইব্রিড জাত : গোল্ড কিং, নন্টিডো, হাইব্রিড হ্যালি, ক্যারট নং-১ ও ১১, রয়াল চ্যানটনি ইত্যাদি।

চাষের সময় : উন্নত জাত ভাদ্র থেকে অঘ্রান, হাইব্রিডে আরো বেশি সময় আগে পিছে অবধি বীজ বোনা।

বীজের হার : কাঠা প্রতি : উন্নত জাত ৩০-৪০ গ্রাম, হাইব্রিড-১৫-২০ গ্রাম।

বীজ শোধন : বোনার পূর্বে থাইরাম বা ক্যাপটান ৩ গ্রাম/ কেজি বীজ।

রোপণের দূরত্ব : উন্নত জাত-৮.০ ইঞ্চি x ৪.০ ইঞ্চি, হাইব্রিড ১.০ ফুট x ৮.০ ইঞ্চি।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ : বীটের মতো।

চাপান : রোয়ার ২১ ও ৪২ দিন পর মাদা প্রতি ২২০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

সম্ভাব্য ফলন : উন্নত জাতে ৬০-৭৫ কুইন্টাল আর হাইব্রিডে ৯০-১২০ কুইন্টাল একর প্রতি।

১৪) মিষ্টি আলু

লাল জাত : পুসা লাল, হসুর লাল, পুসা সুনহেরী, পুসা লাচ্চ, এইচ ৪৭৮, ৬২০ ও ৬৩৩, ভি-৬ ও ২১৯ ইত্যাদি।

সাদা জাত : পুসা সফেদ, হোয়াইট সর্দার, ভি-২, ৮ ও ১২, কো-১, এস-৩০ ইত্যাদি।

বীজের হার : কাঠা প্রতি ৩৫০-৩৭৫ টি, ২.০ ফুট দৈর্ঘ্যের লতা।

লতা শোধন : বোনার পূর্বে থাইরাম বা ক্যাপটান বা ম্যানকোজেব ৩ গ্রাম/লি. দিয়ে লতা শোধন করতে হবে।

বোনার দূরত্ব : ২.০ইঞ্চি x ১.০ফুট।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ : ২০ : ২০ : ৪০ প্রতি একর। এর জন্য কাঠা প্রতি মূল সার হিসাবে ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২.০৮ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ১১০০ গ্রাম পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

চাপান : রোয়ার ৩০ দিন পর কাঠা প্রতি ৫৫০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

সম্ভাব্য ফলন : ৬০-১০০ কুইন্টাল একর প্রতি।

১৫) পালং

জাত : ব্যানার্জি জায়ান্ট, অল গ্রিন, পুসা জ্যোতি, পুসা হরিৎ, জারনার গ্রিন ইত্যাদি।

চাষের সময় : শ্রাবণের শেষ থেকে অঘ্রান।

বীজের হার : ৯ কেজি/একর।

প্রাথমিক সার : নাঃ ফঃ প - ১২:২৪ :২৪ কেজি প্রতি একর।

দূরত্ব : ১৫ সেমি x১০ সেমি।

চাপান সার : বোনার ২১ দিন পর ৬ কেজি না :প্রতি একর।

সম্ভাব্য ফলন : ৬০-৭৫ কুইন্টাল একর প্রতি।

১৬) ধনে

জাত : স্বাতী, সাধনা, সিন্ধু, রাজেন্দ্র, সোনিয়া, কো-১, ২, ৩, গুজরাট কোরিয়েন্ডার-১, ২, সি এস. ২৮৭, এস.এল. ৮১।

চাষের সময় : খুব গরম ছাড়া সারা বছর।

বীজের হার : ৬-৮ কেজি প্রতি একর।

বোনার দূরত্ব : সারি থেকে সারি ২৫ সেমি ও গাছ থেকে গাছ ১৫ সেমি।

বীজ শোধন : বোনার পূর্বে থাইরাম বা ক্যাপটান ৩ গ্রাম/কেজি।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ : একর প্রতি মূল সার নাঃ ফঃ পঃ ৮ : ১৮ :৮।

চাপান : ফুল আসার আগে একর প্রতি নাঃ ৮ কেজি।

সম্ভাব্য ফলন : ১৮-২৫ কুইন্টাল একর প্রতি।

১৭) মেথি

জাত : কো-১, রাজেন্দ্র ক্রানি, পুসা জলদি, চম্পা, সোনালি, কাসুরি, হিসার, আর.এম.টি-১, ল্যাম সিল-১ ইত্যাদি।

চাষের সময় : ভাদ্র থেকে কার্তিক অবধি বীজ বোনা।

বীজের হার : ১০০-১২৫ গ্রাম প্রতি কাঠা।

বোনার দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৩০ সেমি ও গাছ থেকে গাছ ২০ সেমি।

বীজ শোধন : বোনার পূর্বে থাইরাম বা ক্যাপটান ৩ গ্রাম/কেজি।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ : একর প্রতি মূল সার নাঃ ফঃ পঃ ১২ : ১২ : ১২।

চাপান : বীজ বোনার ২৫-৩০ দিন পর একর প্রতি ১০ কেজি নাঃ।

সম্ভাব্য ফলন : ১৮-২৫ কুইন্টাল একর প্রতি।

১৮) ফুলকপি

সময়, মাস/মরশুম ও তাপমাত্রাভেদে আলাদা আলাদা হাইব্রিডই এখন চাষে জনপ্রিয়।

কার্তিক মাসে তোলা কাতকি ও অঘ্রান মাসে তোলা আঘানি ছাড়া অন্য কোনো ও পি (ওপেন পলিনেটেড) উন্নত জাত বর্তমানে চাষে প্রচলিত নয়। সময়ভেদে হাইব্রিডগুলি সুপারিশ করা হল।

জলদি জাত — আশ্বিন-কার্তিকে কপি তোলা : শীঘ্রা, মেরিট, সামার কিং, সামার কুইন, ১০০৮।

মাঝারি জলদি জাত — অঘ্রান থেকে পৌষে কপি তোলা : মেঘা, তৃষা, বরখা, পার্বতী, সবিতা, এন এস-৬০, এন এস-৬০ এন, দিশা, কন্টেসা।

মাঝারি নাবি জাত — পৌষ-মাঘ কপি তোলা : ফুজিয়ামা, হোয়াইট ফ্লাশ, হোয়াইট কন্টেসা, স্নো-ক্লাউড, ম্যাজিক-২, ৩০২৫, গিরীজা।

নাবি জাত-মাঘ-ফাল্গুনে কপি তোলা : সুহাসিনী, টেট্রিস, হোয়াইট এঞ্জেল, ক্যান্ডিড চার্ম, মাধুরী, সেন্টা, অ্যামেজিং, এন এস-৮৪, শীতল।

গরম-সহনশীল জাত-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ কপি তোলা : জুলি, সামার কিং, সামার কুইন।

* ফুলকপির অসময়ের জাতগুলি পলি/গ্রিন হাউসে বা শেড নেট হাউসে আরো উন্নত গুণমানের হবে ও অধিক দাম চাষিরা পাবেন।

চাষের সময় : জাত অনুযায়ী প্রায় সারা বছর।

বীজের হার : একর প্রতি জলদি ২৫০ গ্রাম, মাঝারি ১৮০ গ্রাম, নাবী ১৫০ গ্রাম, হাইব্রিড ১২০ গ্রাম।

বীজ শোধন : বোনার পূর্বে থাইরাম বা ক্যাপটান ৩ গ্রাম/কেজি।

বীজতলা তৈরি : একবিঘা চাষের জন্য ৫ মি. x ১ মি. আকারের দুটি বীজতলা দরকার। প্রতিটি বীজতলায় ২০ কেজি গোবর সার, ৫০০ গ্রাম সুপার ফসফেট, ২৫০ গ্রাম পটাশ ও ৭৫ গ্রাম কার্বফিউরান ৩ জি মিশিয়ে ১৫ সেমি উঁচু করে জমি তৈরি করতে হবে। এরপর শোধন করা বীজের সঙ্গে ছাই বা গুঁড়ো মাটি মিশিয়ে ১০ সেমি অন্তর সারিতে ২ সেমি গভীরতায় বোনা দরকার।

রোপণের দূরত্ব : জলদি ১.৫ x ১.৫ ফুট, মাঝারি ২.০ x ১.৫ ফুট, নাবী ২.০ x ২.০ ফুট, হাইব্রিড ২.০ x ১.৫ ফুট।

সার প্রয়োগ : জৈবসার ৬ টন/একর।

রাসায়নিক সার : ৪৮ : ২৪ : ২৪ প্রতি একর। এর জন্য কাঠা প্রতি মূলসার হিসাবে ৮৮০ গ্রাম ইউরিয়া, ২.৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ৬৬০ গ্রাম পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

চাপান : রোয়ার ২০ ও ৩৫ দিন পর প্রতি বারে কাঠা প্রতি ৪৪০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

সম্ভাব্য ফলন : জলদি ও মাঝারি জলদি জাত ৪০ - ৬০ কুইন্টাল, মাঝারি ও মাঝারি জলদি হাইব্রিড ৬০ - ৯০ কুইন্টাল, মাঝারি ও নাবি হাইব্রিড ৭৫ - ১২০ কুইন্টাল একর প্রতি।

১৯) বাঁধাকপি

হাইব্রিডই প্রচলিত ও জনপ্রিয়। কপি পরিণতির সময় অনুযায়ী জাতগুলি বাছাই করুন।

জলদি জাত : বৈশাখ থেকে শ্রাবণে বোনা ও ভাদ্র থেকে কার্তিকে তোলা - (৪৫-৫৫ দিনে তোলা) : কে কে ক্রস, এন এস-৪৩, স্পিডন, সেমিনিস-৬৮৯।

মাঝারি/মূল সময়ের জাত - শ্রাবণ-আশ্বিনে বোনা ও কার্তিক - পৌষে তোলা : ৫৫-৭৫ দিনে তোলা-বি সি-৭৬, জেনিথ, মিলেনিয়াম-১১২, গ্রিন এক্সপ্রেস, ভারতবল, শুভম-৬০, টি-৬২১, বায়ো সম্রাট।

চাষের সময় : জাত অনুযায়ী প্রায় সারা বছর।

অন্যান্য পরিচর্যা : ফুলকপির অনুরূপ।

সম্ভাব্য ফলন : উন্নত জাত ৯০ - ১২০ কুইন্টাল ও হাইব্রিড ১৮০ - ২২০ কুইন্টাল একর প্রতি।

২০) ওল

উন্নত জাত : কাভুর, সাঁতরাগাছি, মাদ্রাজি, ধরমপুরী, সি-৩ ও সি-৪ প্রভৃতি।

চাষের সময় : মাঘ থেকে জ্যৈষ্ঠ বর্ষা দেখে।

বীজের হার : কাঠা প্রতি ৩৫-৮০ কেজি। প্রতিটি টুকরোর ওজন ৪০০ - ৫০০ গ্রাম।

রোপণের দূরত্ব : ৩ ফুট x ৩ ফুট।

বীজ শোধন : এম.ই.এম.সি (এমিসন-৬/এরেটন-৬/ব্যাগালল-৬) ২ গ্রাম প্রতি লি. জলে গুলে ১০-১৫ মিনিট ভিজিয়ে শোধন করতে হবে। প্রয়োজনে ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি দিয়ে বীজ শোধন করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ : বিঘা প্রতি জৈব সার ৮-১০ কুইন্টাল ও রাসায়নিক সার নাঃ ফঃ পঃ ২৮ : ১৪ : ১৬। মূল সার হিসাবে ১/৩ নাঃ, পুরো ফঃ ও ২/৩ পঃ মাদায় এবং বোনার ৪৫ দিন পর প্রথম চাপান হিসাবে ১/৩ নাঃ ও বোনার ৯০ দিন পর দ্বিতীয় চাপান হিসাবে ১/৩ নাঃ ও ১/৩ পঃ প্রয়োগ করতে হবে।

সম্ভাব্য ফলন : ১.৮ থেকে ২.৫ টন একর প্রতি।

২১) কচু

উন্নত জাত : কালী, ধলী, পঞ্চমুখী প্রভৃতি।

চাষের সময় : ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ।

বীজের হার : কাঠা প্রতি ৫-৬ কেজি।

রোপণের দূরত্ব : ২ ফুট x ১ ফুট।

বীজ শোধন : ওলের অনুরূপ।

সার প্রয়োগ : বিঘা প্রতি জৈব সার ৮-১০ কুইন্টাল ও রাসায়নিক সার নাঃ ফঃ পঃ ১৬ : ১০ : ১০। মূল সার হিসাবে ১/৩ নাঃ, পুরো ফঃ ও ২/৩ পঃ মাদায় এবং বোনার ২১ দিন পর প্রথম চাপান হিসাবে ১/৩ নাঃ ও বোনার ৪২ দিন পর দ্বিতীয় চাপান হিসাবে ১/৩ নাঃ ও ১/৩ পঃ প্রয়োগ করতে হবে।

সম্ভাব্য ফলন : ৯০-১০০ কুইন্টাল একর প্রতি।

২২) পেঁয়াজ

উন্নত জাত : সুখ সাগর, পুসা রত্না, পুসা রেড, রেড গ্লোব, পাটনাই হোয়াইট, পাটনাই রেড, নাসিক রেড, পুসা প্রগতি, পুসা মাধুরী, রেড রাউন্ড, আর্লি গ্রেনো, পানিপথ রেড, পুসা হোয়াইট, সিলভার স্কিন ইত্যাদি।

হাইব্রিড জাত : রাজা রেড, সিওল রেড ইত্যাদি।

চাষের সময় : রবি মরশুমে ভাদ্রের শেষ থেকে কার্তিক অবধি বোনা। খরিফ মরশুমের পেঁয়াজ আষাঢ়ের শেষ থেকে ভাদ্রের প্রথমার্ধ বীজ বোনা।

বীজের হার : কাঠা প্রতি ৫০-৬০ গ্রাম।

কন্দ বসানো : ১০ কেজি প্রতি কাঠা।

বীজ শোধন : বোনার পূর্বে থাইরাম বা ক্যাপটান ৩ গ্রাম/ কেজি বীজ। অন্যথায় ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোপণের দূরত্ব : ৬ ইঞ্চি x ৪.০ ইঞ্চি।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ : ২৫ : ৪০ : ৪০ প্রতি একর। এর জন্য কাঠা প্রতি মূল সার হিসাবে ৯১০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪.১৬ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ১১০০ গ্রাম পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

চাপান : রোয়ার ৩০ দিন পর একর প্রতি ২৫ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

সম্ভাব্য ফলন : রবি মরশুমে ১২০-১৪০ কুইন্টাল ও হাইব্রিড ১১০-১৪০ কুইন্টাল একর প্রতি।

সবজির রোগ নিয়ন্ত্রণ

সবজি ফসল ও তার রোগ	কারণ, প্রকৃতি ও লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
টম্যাটো / বেগুন / লঙ্কার রোগ বেগুন, টম্যাটো ও লঙ্কার ঢলে পড়া–ব্যাকটেরিয়াজনিত	• ফুল আসার পর ঝিমাতে শুরু করে। • আক্রান্ত গাছের কাণ্ড কেটে সাদা জলে দিলে ব্যাকটেরিয়ার পুঁজ জল ঘোলা করে।	• মাটি পরীক্ষা করে অম্লত্বতে চুন প্রয়োগ (৪০ কেজি/বিঘা) • জমি তৈরিতে ট্রাইকোডার্মা ও সিউডোমোনাস প্রয়োগ। • শিকড় স্ট্রেপ্টোমাইসিনের দ্রবণে শোধন। • মূল জমিতে চারা বসানোর আগে ২ কেজি ব্লিচিং পাউডার (বিঘাতে) দিয়ে সেচ। • রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাকট্রিমাইসিন স্প্রে ও বছর দুয়েক অন্য জাতীয় সবজি চাষ।
বেগুনের পাতা ধসা, ডাঁটা ও ফল পচা	• গরম ও আর্দ্র পরিবেশে পাতায় ছত্রাকজনিত বাদামি ধসা ও ডাঁটাতে বাদামি দাগ ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। • ফলের উপর হালকা জলবসা দাগ হয়ে ফল পচে।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে আক্রান্ত পাতা, গাছ ও ফল বিনষ্ট। • কপার হাইড্রোক্সাইড বা ক্লোরোথ্যালোনিল ২.৫ গ্রাম/লি. স্প্রে।
বেগুনের তুলসীপাতা রোগ	• পাতা ও নতুন বেরোনো কুঁড়ি ছোট হয়ে গুচ্ছাকারে গাছ ছোট হয়ে যায়। • আক্রান্ত গাছে ফুল /ফল ধরে না।	• চারা রোয়ার আগে ইমিডাক্লোপ্রিডে শোধনের সঙ্গে অবশ্যকর্তব্য ব্যবস্থা। • আক্রান্ত গাছ মাটি সমেত তুলে দূরে বিনষ্ট। • ইমিডাক্লোপ্রিড/থায়ামিথোক্সাম পরে ব্যাকটিরিয়া-নাশক স্প্রে।
টম্যাটো জলধি ধসা	• ছত্রাকজনিত ধসাতে শীতের শুরু বা শেষের দিকে পাতা বা ডাঁটার উপর কালো চিটে দাগ ও হলুদ ছাপ পড়ে। • ফলের বোঁটার অংশে গাঢ় বাদামি দাগ পড়ে।	• পরিচ্ছন্ন চাষ ব্যবস্থা ও কর্তব্যের সঙ্গে জমিতে ট্রাইকোডার্মা প্রয়োগ জরুরি। • টম্যাটোর ঠেকান ও গাছ বাঁধা। • আক্রমণে রোগাক্রান্ত পাতা ও নিচের পাতা বিনষ্ট করে মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব বা সাইমক্সানিল +

ছত্রাক ঘটিত
ঢল পরা রোগ
ব্যাকটিরিয়া
জনিত ঢল পরা
রোগ

সবজি ফসল ও তার রোগ	কারণ, প্রকৃতি ও লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
		ম্যানকোজেব বা অ্যাজক্সিস্ট্রিবিন ২ গ্রাম বা ২ মি.লি./লিটার জলে গুলিয়ে ফিরিয়ে স্প্রে।
টম্যাটোর নাবি ধসা	• ছত্রাকজনিত ধসা শীত ও কুয়াশা বৃদ্ধির সঙ্গে আক্রমণ করে এবং পাতা হলুদ ও পরে বাদামি হয়ে গাছ মরে।	উপরের মতো
টম্যাটো ও লঙ্কার পাতা কোঁকড়ানো বা কুটে রোগ	• শোষক পোকাবাহিত ভাইরাস আক্রমণে পাতা হলুদ হয়ে বেঁকে কুঁকড়ে গাছ বসে যায়। • লঙ্কার ক্ষেত্রে পাতা এবড়ো-খেবড়ো ভাবে উপরে বেঁকে যায়।	• অবশ্যকর্তব্যগুলি ও বীজতলায় মশারি সাদা মাছি প্রতিরোধ। • শিকড় ইমিডাক্লোপ্রিডে শোধন ও চাপানো দানা বিষ প্রয়োগ। • রোগ দেখা গেলে পাতা ও আক্রান্ত গাছ দূরে পুঁতে বিনষ্ট করা। • ইমিডাক্লোপ্রিড ১ মি.লি/৫ লি. জলে বা বুপ্রোফেজিন ১ মি.লি/ লিটার বা থায়ামিথোক্সাম ১ গ্রাম/৫ লিটার জলে পাল্টে স্প্রে।
বেগুন, টম্যাটো ও লঙ্কার ছত্রাকজনিত গোড়া পচা	• বর্ষার সময় বা স্যাঁতস্যাতে/ আর্দ্রতায় ছত্রাকজনিত গোড়া পচা হয়। • প্রথমে পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়। • গোড়া ও ডাঁটা কালো হয়ে পচে ব্যাপক ক্ষতি হয়।	• অবশ্যকর্তব্য, প্রতিরোধী ব্যবস্থা, ভালো জলনিকাশি ও জৈবসারে ট্রাইকোডার্মা প্রয়োগ। • আক্রান্ত গাছের গোড়া পরিষ্কার করে কার্বেন্ডাজিম ম্যানকোজেবের মিশ্র ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম বা রেক্সাকোনাজোল ১.৫ মি.লি. বা প্রোপিকোনাজোল ২ মি.লি. লিটারে স্টিকার দিয়ে স্প্রে।
ভেন্ডির রোগ পাতার শিরা হলদে হওয়া বা সাহেব রোগ	• সাদা মাছি-বাহিত ব্যাপক ক্ষতি করা ভাইরাস রোগ। • প্রথমে পাতা শিরা-উপশিরা হলুদ হয়ে পাতা ফ্যাকাসে হয়। • গাছ বসে যায় ও ফলন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	• অবশ্যকর্তব্য, ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্ন চাষ ব্যবস্থার সঙ্গে শোষক পোকার সামগ্রিক প্রতিরোধ। • বীজ বোনার সঙ্গে দানা বিষ প্রয়োগ। • বৃদ্ধি ব্যবস্থায় নিমজাত কৃষি বিষ প্রয়োগ। • সাদা মাছি দেখা গেলে আগে বলা টম্যাটো/লঙ্কার কুটে রোগের মতো ব্যবস্থা।

সবজি ফসল ও তার রোগ	কারণ, প্রকৃতি ও লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
কুমড়ো জাতীয় সবজির রোগ মোজাইক বা কুটে রোগ	• সাদা মাছি ও শোষক-পোকা বাহিত ভাইরাস রোগ। • আক্রান্ত গাছের পাতা ছোট হয়ে যায়। • ফুল আসে না, গাছ নষ্ট হয়, ফলন কমে।	• নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ নেওয়া। • শোষক পোকার সামগ্রিক প্রতিরোধ। • পরিচ্ছন্ন চাষ ও আগাছা নাশ। • বাকি উপরের মতো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
হলদে ধসা বা ডাউনি মিলডিউ	• কুমড়োজাতীয় সবজির সর্বাধিক ব্যাপ্ত ছত্রাক-জনিত রোগ। • আবহাওয়া নির্ভরশীল রোগ বর্ষার আর্দ্রতায় ও শীতের কুয়াশাতে বেশি হয়। • পাতায় হলুদ ছোপ পড়ে বাদামি হয়ে গাছ বসে মারা যায়।	• ভালো বীজে, পরিচ্ছন্ন চাষ ও আবশ্যিক ব্যবস্থা। • জৈব সারে ট্রাইকোডার্মা প্রয়োগ ও ভালো নিকাশি। • আক্রান্ত পাতা, গাছ তুলে দূরে পুঁতে বিনষ্ট। • আক্রমণে মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা সাইমক্সানিল + ম্যানকোজেব ২ গ্রাম বা ফসিটাইল-এল ২.৫ গ্রাম বা প্রোপিনেব ৩ গ্রাম/লিটারে স্প্রে।
সাদা গুঁড়ো বা পাউডারি মিলডিউ	• কুমড়োজাতীয় সবজিতে শীতের শেষে ও গ্রীষ্মের গোড়ায় ছত্রাকজনিত রোগ। • সাদা গুঁড়ো ছত্রাক পাতায় পড়ে বাদামি হয়ে যায় আর পাতা ঝরে ফলন কমে।	• পরিচ্ছন্ন চাষ পদ্ধতি ও জলনিকাশি ভালো রাখা। • আক্রান্ত পাতা ও গাছ দূরে পুঁতে বিনষ্ট। • থায়োফেনেট মিথাইল ১ গ্রাম বা ট্রাইডিমর্ফ ১ মিলি /লিটার জলে গুলে স্প্রে।
পটলের ডাঁটা, ফল-পচা ও পাতার হাজা	• বর্ষাকালে আর্দ্রতায় ছত্রাকজনিত এই রোগের আক্রমণ হয়। • পাতায় বাদামি পচা/হাজা। • ডাঁটা পচে ও পরে ফল পচে ফলনে ব্যাপক ক্ষতি হয়।	• পরিচ্ছন্ন চাষ ব্যবস্থার সঙ্গে আবশ্যিক কর্তব্যগুলি। • উত্তম জল নিকাশি ও মাচাতে পটল চাষ বিশেষত বর্ষাকালে। • জমিতে ট্রাইকোডার্মা প্রয়োগ ও লাগানোতে লতা/মূল শোধন। • রোগ আক্রমণে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম ও হাইড্রোক্সাইড ২.৫ গ্রাম বা মেটালাক্সিল ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা অ্যাজক্সিস্ট্রবিন ২ মি.লি./লি. জলে স্টিকার দিয়ে স্প্রে।

সবজি ফসল ও তার রোগ	কারণ, প্রকৃতি ও লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
কপি জাতীয় সবজির রোগ চারা ধসা ও ঢলে পড়া	• মাটিবাহিত ছত্রাকজনিত আর্দ্রতা সহায়ক রোগ। • চারার গোড়া কালো হয়ে পচে ঢলে মারা যায়।	• প্রথম অধ্যায়ের মতো বীজ শোধন ও চারা তৈরির ব্যবস্থা। • আক্রমণ দেখা গেলে উপরের মতো স্প্রে করা।
কপির কালো শিরা ও পচা	• আর্দ্রতা সহায়ক ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। • পাতার ধার থেকে ভিতরে তিনকোনা হলুদ হয়ে শিরা কালচে হয়ে পচে ফলন পুরো নষ্ট হয়।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে বীজশোধন ও প্রথম অধ্যায়ের মতো ব্যবস্থা। • জমিতে ট্রাইকোডার্মা ও সিউডোমোনাস প্রয়োগ। • প্রাদুর্ভাবযুক্ত এলাকায় স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট ১ গ্রাম/১০ লি. বা ব্যাকট্রিনাশক $^{১}/_{২}$ গ্রাম /লিটার জলের দ্রবণে শিকড় শোধন। • রোগের আক্রমণে আক্রান্ত পাতা পুড়িয়ে বিনষ্ট করে স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট ১ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড ৩ গ্রাম/ লিটার জলে গুলে আঠার সাথে ২/৩ বার স্প্রে।
কপির ধসা ও একপেশে পচা	• আর্দ্রতা ও কুয়াশা সহায়ক ছত্রাকজনিত। • নীচের পাতায় বাদামি ও কালো দাগ আয়তনে বড় হয়ে একদিক পচতে শুরু করে।	• উপরের রোগের সঙ্গে একসঙ্গে দেখা যায়। • টম্যাটোর জলদি ধসার স্প্রের সঙ্গে উপরের স্প্রেও পাল্টাপাল্টি করে নিতে হবে।
পেঁয়াজ ও রসুনের রোগ পাতায় দাগ ও ধসা	• শীতের শেষে গরম বাড়লে ছত্রাক আক্রমণে পাতায় ও কলিতে ডিম্বাকার দাগ বড় হয়ে গাছ শুকিয়ে যায়।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে ভালো বীজ ও জমিতে ট্রাইকোডার্মা। • আক্রমণে ক্লোরোথ্যালোনিল ২ গ্রাম বা ডাইফেনকোনাজোল $^{১}/_{২}$ গ্রাম বা প্রোপিকোনাজোল ১ মি.লি. বা অ্যাজক্সিস্ট্রবিন ১ মি.লি./ লিটারে স্টিকার দিয়ে স্প্রে।
স্টেমফাইলাম ধসা	• পাতায়, কলিতে হালকা কমলা/ হলুদ দাগ ও পরে কলি শুকিয়ে নষ্ট হয়।	• আগের মতোই প্রতিকার ব্যবস্থা।

সবজি ফসল ও তার রোগ	কারণ, প্রকৃতি ও লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
ওল ও কচুর রোগ গোড়া পচা	• বর্ষাকালে কাণ্ড ও কন্দের সংযোগে বাদামি কালচে দাগ পড়ে পচে। • ডাঁটার গোঁড়া আলগা হয় ও টানলে উঠে আসে।	• রোগমুক্ত বীজ কন্দের সঙ্গে কন্দ ছত্রাক নাশকে শোধন করে লাগানো। • আক্রমণে মাটি আলগা করে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম বা হাইড্রোক্সাইড ২.৫ গ্রাম/লি/জলে গুলে/২/৩ বার স্প্রে।
পাতা ধসা	• পাতায় প্রথমে ছোট গোলাকার দাগ শুকিয়ে হলুদ/কমলা হয়। • পরে মাঝে ফুটো হয়ে চারদিকে হলুদ আভা থাকে।	• মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব বা সাইমকসানিল + ম্যানকোজেব ২-২.৫ গ্রাম/লি. জলে অবশ্য আঠা দিয়ে স্প্রে।
বেবিকর্নের রোগ পাতা জ্বলা	• পাতাতে হলদে জ্বলা দাগ বড়ো হয়ে ফলন নষ্ট করে।	• টেট্রাকোনাজোল ২ মি.লি. বা হেক্সাকোনাজোল ১.৫ মি.লি/লি. স্প্রে।

শাক জাতীয় সবজিতে ধসা-পচার ক্ষেত্রে জৈব রোগনাশক স্প্রে করুন।

সবজির কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণ

সবজি ফসল ও তার কীটশত্রু	ক্ষতি/কারণ, প্রকৃতি ও লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
টম্যাটো টম্যাটোর ফল ছিদ্রকারী ল্যাদা	• ফল আসার সময় থেকে ও পাকার মুখে এই ল্যাদা যথেষ্ট ফলন নষ্ট করে। • অর্ধেক ফলের বাইরে অর্ধেক ভিতরে দেখা যায়।	• অবশ্যকর্তব্য, সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত ফল তুলো পোকাসুদ্ধ বিনষ্ট করা। • টম্যাটোর মাঝে একসারি হলুদ গাঁদা লাগিয়ে তাতে স্প্রে। • ফলের বৃদ্ধি দশায় এন.পি.ভি প্রয়োগ। • বেশি আক্রমণে কার্বারিল ২.৫ গ্রাম/লি. বা ফ্লুবেন্ডিয়ামাইড ১ মি.লি./৫ লি. জলে স্টিকার দিয়ে স্প্রে।
বেগুন ডাঁটা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা	• আর্দ্রতা বাড়ার সঙ্গে বর্তমানে এই ল্যাদা পোকার আক্রমণে চাষিরা জেরবার। • স্ত্রী মথ কচি ডাঁটা/মুকুলে ডিম পাড়ে। • কীড়া ডাঁটা ও ফলের শাঁস খায়।	• অবশ্যকর্তব্যগুলি সঙ্গে পরিচ্ছন্ন চাষ ও নিমখইল প্রয়োগ আর পূর্বে বলা নিমজাত কৃষিবিষ প্রয়োগ। • আক্রান্ত হয়ে যাওয়া ডাঁটার কিছুটা স্থানের নিচে কেটে মাটিতে পুঁতে বিনষ্ট করা। • আক্রমণে স্পিনোস্যাড ১ মি.লি. বা ফ্লুবেন্ডিয়ামাইড ১ মি.লি./৫লি. জলে বা ল্যামডা সাইহ্যালোথ্রিন ১ মি.লি./লি. জলে স্টিকার সহযোগে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে স্প্রে।
লাল মাকড়	• সকল সবজিতেই ব্যাপক এই আণুবীক্ষণিক পোকা রস শোষণ করে ফলন ধ্বংস করে। • পাতার বিবর্ণ ও সালোক-সংশ্লেষের অনুপযুক্ত হয়। • বৃষ্টির সময় ছাড়া তাপে আক্রমণ বাড়ে।	• সামগ্রিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা। • বেশি আক্রমণে মিলাবিমেকটিন $^{১}/_{২}$ মি.লি. বা এবামেকটিন ২ মি.লি. বা প্রপারজাইট ২ মি.লি. বা স্পাইরো-মেসিফেন ১ মি.লি./লিটারে আঠার সাথে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে স্প্রে।
লঙ্কা ও ক্যাপসিকাম থ্রিপ্‌স বা চোষী পোকা	• লঙ্কা ছাড়াও বেগুন ও কুমড়ো জাতীয় ফসলেও আক্রমণ করে।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে রোয়ার আগে শিকড় শোধন ও চাপানে দানা বিষ।

সবজি ফসল ও তার কীটশত্রু	ক্ষতি/কারণ, প্রকৃতি ও লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
	• রস চুষে খাবার ফলে পাতা কুঁকড়ে, কুঁড়ি নষ্ট হয়ে ফলনে ক্ষতি হয়।	• নিমখইল প্রয়োগ, নিম তেল স্প্রে ও শোষক পোকার হলুদ ফাঁদ লাগানো। • আক্রমণে ইমিডাক্লোপ্রিড ১ মিলি/৫লি. বা থায়ামিথাম ১ গ্রাম/৫লি. বা স্পাইরোমেসিফেন ১ মিলি/লি. জলে স্প্রে।
জাবপোকা ও সাদামাছি	• লঙ্কা, টম্যাটো ও কুমড়ো ফসলের ভাইরাস রোগ ছড়ানোর সাথে রস শোষণ করে পাতা ও ফলন নষ্ট করে।	নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উপরের মতো
হলুদ মাকড়	• লঙ্কা ও ক্যাপসিকামে এর আক্রমণ বর্তমানে ভয়াবহ। • পাতা উল্টানো নৌকার মতো বেঁকে যায় ও ফলন পুরো নষ্ট হয়।	নিয়ন্ত্রণ উপরোক্ত মাকড়ের মতো
নিমাটোড বা শিকড় ফোলা মাটির কৃমি	• টম্যাটো, বেগুনসহ অন্যান্য সবজিতে আক্রমণ করে। • গাছের শিকড় গাঁটের মতো ফুলে যায় বা পুঁতির মতো হয়। • গাছ বসে যায় ও ফলন সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	• আক্রমণ দেখা গেলে পরিকল্পনা ভিত্তিক জমি কৃমিমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • অবশ্যকর্তব্যগুলোর সাথে নিম খইল ও জৈবসারে প্যাসিলোমাইসিস প্রয়োগ করতে হবে। • ফসল-চক্র সেই সবজি ফসল ১-২ বছর বাদ রেখে গাঁদা, গম, সর্ষে রাখা জরুরি। • চারার শিকড় কার্বোসালফান ২ মি.লি./লি. দ্রবণে শোধন। • আক্রমণ দেখলে জমিতে কার্বোফুরান ছড়িয়ে সেচ দেওয়া জরুরি। • প্রাদুর্ভাবে সহনশীল জাতের চাষ।
ভেন্ডি ফল ছিদ্রকারী ল্যাদা	• সবুজ মথ অগ্র মুকুলে ডিম পাড়লে ল্যাদা মুকুল ও কচি ফল খেয়ে ফলন নষ্ট করে।	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ বেগুনের উঁটা ও ফল ছিদ্রকারী ল্যাদার মতো।

সবজি ফসল ও তার কীটশত্রু	ক্ষতি/কারণ, প্রকৃতি ও লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
কুমড়োজাতীয় ফল পাতা খাওয়া লাল কেড়ি পোকা	• চারা বেরোলে লাল কেড়ি পোকা কচিপাতা খেয়ে ক্ষতি করে। • আক্রমণে ফসল পুরো নষ্ট হয়। • পরবর্তীতে মাটিতে শিকড় ও মাটি সংলগ্ন ফলও খায়।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে আবশ্যিক কর্তব্যগুলি। • যান্ত্রিক উপায়ে বিনষ্ট। • কার্বারিল ২.৫ গ্রাম বা ক্লোরপাইরিফস ২.৫ মি.লি./লিটারে স্প্রে।
পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা	• কুমড়ো, লাউ, উচ্ছে, ঝিঙের কচিপাতার মধ্যে সবুজ অংশ খেয়ে ফলন বিনষ্ট করে। • আক্রমণে পাতার মধ্যে এঁকা-বেঁকা দাগের মতো দেখায়।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে নিমখইল ও নিমজাত কৃষি বিষ প্রয়োগ। • প্রাথমিক অবস্থায় এন. পি. ভি. প্রয়োগ। • বেশি আক্রমণে ক্লোরপাইরিফস ২.৫ মিলি. বা ডেল্টামেথ্রিন+ ট্রায়াজোফসের মিশ্র কীটনাশক ১.৫ মিলি/লি. স্টিকার দিয়ে স্প্রে।
ফলের মাছি	• সবরকম কুমড়ো সবজিতে মাছি কচি ফলে ডিম পাড়ে ও সাদা কীড়া ফলের নরম অংশ খেয়ে ফলন বিনষ্ট করে।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে নিমখইল ও নিমজাত কৃষি বিষ প্রয়োগ আর ফেরোমেন ফাঁদ লাগানো। • ফুল/ফল আসার সময় থেকে ২০ মিলি ম্যালাথিয়ন, ১০০ গ্রাম ঝোলাগুড় ২ লিটার জলে গুলে মাটির খুরি/নারকেল মালায় বিভিন্ন স্থানে বিষ টোপ। • বিঘাপ্রতি জমিতে ২০ লিটার জলের ৫০ গ্রাম ঝোলাগুড় + ২০ গ্রাম কার্বারিল + ২০ গ্রাম ইস্ট হাইড্রোলাইসেট গুলে ১০ বর্গমিটার অন্তর ১টি গাছে স্প্রে।
কপির কীটশত্রু হীরক পিঠ মথ	• পাঁশুটে মথের ডিম থেকে কীড়া/ল্যাদা পাতা খায় ও ব্যাপক ক্ষতি করে। • শীতের শেষে আক্রমণ বেশি হয়।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে নিমজাত কৃষি বিষ প্রয়োগ ও যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। • ফেরোমেন ফাঁদ বসানো। • আক্রমণ দেখলে ফিপ্রোনিল ১ মিলি বা নোভালিউরন ১ মিলি বা ইমামেকটিন বেঞ্জয়েট ১ মিলি/লি জলে আঠার সঙ্গে স্প্রে।

সবজি ফসল ও তার কীটশত্রু	ক্ষতি/কারণ, প্রকৃতি ও লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
পেঁয়াজ ও রসুনের কীট থ্রিপ্‌স বা চোষী পোকা	• ছোটো কালো রঙের পোকা পাতায় ও কলিতে রস শোষণ করে গাছ শুকিয়ে মেরে ফেলে। • শীতের শেষে আক্রমণ বাড়ে।	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ লঙ্কার চোষী পোকার মতোই
ওল ও কচুর কীটশত্রু পাতাখেকো পোকা	• সবুজ ল্যাদা পাতা ও নরম ডাঁটা খেয়ে ফলনে ক্ষতি করে।	• আক্রমণে হাত দিয়ে মেরে ফেলার সঙ্গে আঠা দিয়ে ফ্লুবেন্ডিয়ামাইড ১ মি.লি/৫ লি. জলে স্প্রে।
বেবিকর্নের কীটশত্রু ডোরাকাটা ও গোলাপি ল্যাদা	• ডোরাকাটা খরিফে আর গোলাপি ল্যাদা রবি মরশুমে পাতা ও নরম কাণ্ডের শাঁস খায়। • গাছ টানলে উঠে আসে।	• জমি তৈরিতে নিমদানা প্রয়োগ ও আক্রমণের প্রাদুর্ভাব চাপানে দানাবিষ প্রয়োগ। • ল্যাদা আক্রমণ চোখে পড়লে উপরের মতো স্প্রে।
শাকজাতীয় সকল প্রচলিত ও অপ্রচলিত সবজিতে প্রাথমিক বৃদ্ধি দশায় নিমজাত কৃষি বিষ প্রয়োগে পোকার আক্রমণ আর হয় না বললেই চলে। পরে আক্রমণে ছকে দেওয়া কীটনাশক দেখে ব্যবস্থা নিন।		